উৎফুল্ল গোধূলি

উৎফুল্ল গোধূলি অষ্টম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর দু হাজার আট। প্রকাশক ঃ কালপ্রতিমা, কলকাতা। প্রচ্ছদ ঃ নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা ঃ একশ একচল্লিশ।

কবিতাগুলি প্রেমের। সাধারণত প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রেমের কবিতার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেগুলি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। অথচ অষ্টম কাব্যগ্রন্থটি আগাগোড়া প্রেমের কবিতার। এ প্রেম নারী প্রেম। কিশোরী নায়িকা। ইন্দ্রিয়চেতনায় সংরক্ত কবিতাগুলিতে অনেক স্মৃতি, অনেক তারিখ, অনেক অনুষঙ্গের অপসৃয়মান আলো-ছায়ার মিথুন চিত্র। অনেক ক্ষয়ক্ষতির শুশ্রূষায় যেন নিরাময়ের নির্মলতা। শরীরী অনুভবের স্মৃতি বিস্মৃতির সৌন্দর্যপিপাসায় কবিতাগুলি রক্তিম কিন্তু অস্থির নয়, অসম্পূর্ণতায় অপসৃত নয়। জীবনযৌবনের রূপকথার মধ্যে এক অতৃপ্তির ইশারা হনন করে চলেছে যেন। ক্ষণকালীন ক্ষতচিহ্নের মতো আর্তি থেকে প্রতিনায়িকা আত্মার প্রতি টান দেখা যায়।

☐ মন্ত্র তোমার চোখের ভাষায় সনির্বন্ধ
আমার মুক্তি তোমার মুক্তি আমার মুক্তি
ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ।

☐ তুমি কোনো নারী নও। মানে আছে? অন্য কোনো মানে আছে তার?

☐ তোমাকেও ঈশ্বরী ভাবলাম।

মানুষী প্রেমিকা আর থাকে না। পাওয়ার না পাওয়ার আশ্চর্য সমীকরণে মিলিয়ে গিয়েছে কায়া ছায়া। সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে যে সুদূরতা আছে, গাঢ় বিষণ্ণতা আছে—অনাসক্তির কঠিন প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে কবিতাগুলিতে। মানবিক সংস্কার ও সহবৎ যে কত অর্থহীন তা ফুটে উঠেছে সর্বত্র। শ্লোক থেকে শ্লোকোত্তরা হয়ে গিয়েছে নায়িকা। মূর্ত থেকে বিমূর্ত হয়েছে ভালবাসা। অন্তরঙ্গ অনুভবে ধ্যানতন্ময় হয়েছে প্রেম। সেই এক অধ্যাত্ম অনুভবের মধ্যে আগমন নিষ্ক্রমণে স্বপ্নের মতো মনে হয় নায়িকাকে। অবচেতন প্রত্যয়ে সে রহস্যময়ী হয়ে ওঠে।

☐ আমি ভেসে যাই ভেসে যাক চরাচর
প্রলয়পয়োধি নামুক ঃ বটের পাতা
পাতায় কিশোর! নির্ভয় নির্ভর
কিশোরী ঃ জানি না কে যে আজ কার ত্রাতা!